মেহেরপুর সদর উপজেলাকে মডেল হিসেবে গড়ে তুলতে চাই: ইউএনও খায়রুল ইসলাম

মেহেরপুর সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম বলেছেন, মেহেরপুর সদর উপজেলা যেন বাংলাদেশে একটি মডেল হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। আমরা সকলের সহযোগিতা নিয়ে সে চেষ্টা করে যাচ্ছি।

তিনি বলেন, এখানে বসবাসকারী কেউ অশান্তি ভোগ করেন না। এই উপজেলার সকল ধর্মের মানুষ অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে বসবাস করেন। তিনি বলেন, ইসলাম আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছে সে শিক্ষা মেনে বসবাস করতে হবে। কোন ধর্মেই হত্যা, হিংসা-বিদ্বেষেকে স্থান দেয় না। তিনি বলেন, মানুষ খারাপ হতে পারে, কিন্তু ধর্ম খারাপ নয়।

সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম আজ মঙ্গলবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ হল রুমে পিস ফ্যাসিলিটিটর গ্রুপ (পিএফজি)’র উদ্যোগে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

পিএফজি’র পিস এম্বাসেডর সিরাজ উদ্দীনের সভাপতিত্বে সংলাপ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক সিরাজুল মুনির, পুলিশ পরিদর্শক সেলিম উদ্দিন, সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ মনিরুল ইসলাম, সমাজসেবা অফিসার আনিছুর রহমান। কার্যক্রম ও মুল প্রতিপাদ্য উপস্থাপন করেন দি হাঙ্গার প্রোজেক্টের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী রাজু জাভেদ।

মুজাহিদ মুন্নার সঞ্চালনায় সংলাপ অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, খাদ্য কর্মকর্তা এরশাদ আলী, মেহেরপুর জেলা ইমাম সমিতির সভাপতি হাফেজ মাওলানা রোকনউদ্দিন, জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী সাহিদাতুন্নেসা নয়ন, আব্দুস সাত্তার মুক্তা, সঞ্জয় মুখার্জী, জন পি বিশ্বাস প্রমুখ।

সংলাপে অন্যদের মধ্যে ইমাম জামাল উদ্দিন, সামিউল ইসলাম, শাহিন আলম, ইদ্রিস আলী, আব্দুল ওহাব, সাইফুল ইসলাম বকুল, জিল্লুর রহমান, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমল হোসেন মিন্টু, সাবেক কাউন্সিলর পলি খাতুন, সোনিয়া আক্তার, জেলা পূজা উদযাপন

পরিষদের আহ্বায়ক সঞ্জীব পাল বাপি, লিপিকাদে, অনন্যা রানী দাসীসহ বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে তৃণমূল মডেল একাডেমীতে শিশুবরণ

শিশুদের বিদ্যালয়ে আনন্দঘন পরিবেশ তৈরি ও তাদের মনকে আরও প্রফুল্ল করতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে চলছে শিশুবরণ অনুষ্ঠান।

এরই অংশ হিসেবে বুধবার সকাল ১০টার দিকে গবেষণাধর্মী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৃণমূল মডেল একাডেমীর আমঝুপি শাখায় ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত শিশুদের বরণ উপলক্ষে শিশুবরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) গণসাক্ষরতা অভিযানের সহায়তায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

বিদ্যালয়ের এস.এম.সি কমিটির সভাপতি মো. আক্তার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একাডেমীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ও মউকের নির্বাহী প্রধান জনাব আশাদুজ্জামান সেলিম।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন একাডেমীর সহকারী শিক্ষক মো. আজিজ ইসলাম। এছাড়া বক্তব্য দেন মউকের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মুরাদ হোসেন ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার কাজল রেখা।

অনুষ্ঠানে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়া নতুন শিক্ষার্থীদের ফুল ছিটিয়ে ও মিষ্টিমুখ করিয়ে বরণ করা হয়। তৃণমূল মডেল একাডেমী মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে নানা ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে।

অনুষ্ঠানে একাডেমীর ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ও অতিথিরা অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে একটি মনোরম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যা উপস্থাপনা করেন মানবাধিকার কর্মী সাদ আহম্মেদ।

জাপানের বন্ধুখ্যাত এই বিচারপতি রাধা বিনোদ পালের জন্মবার্ষিকী আজ

জাপানের ইতিহাসে বিচারপতি ড. রাধা বিনোদ পালের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। জাপানের বন্ধুখ্যাত এই বিচারপতির ১৩৫তম জন্মবার্ষিকী আজ।

১৮৮৬ সালের ২৭ জানুয়ারি কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের মধুরাপুর ইউনিয়নের ‘মৌজা সালিমপুরের’ অধীন তারাগুনিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন রাধা বিনোদ পাল। এলাকাটি বর্তমানে জজপাড়া নামে পরিচিত। তার বাবা বিপিন বিহারি পাল। কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ছাতিয়ান ইউনিয়নের ছাতিয়ান গ্রামের গোলাম রহমান পণ্ডিতের কাছে তার শিক্ষাজীবনের হাতেখড়ি। কুষ্টিয়া হাইস্কুলে তিনি মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। ১৯০৮ সালে কলকাতা প্রেসিডেনসিয়াল কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণিতে গণিতে এমএসসি ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৪১ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক ছিলেন। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে কাজ করেন ১৯৪৪-৪৬ সাল পর্যন্ত। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রায় শেষ, অক্ষশক্তিকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে নুরেমবার্গ এবং টোকিওতে দুটি ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়। হিটলারের মন্ত্রিপরিষদ এবং যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিচার করা হয় নুরেমবার্গে। এছাড়া জাপানের সমরবিদ জেনারেল হিদেকি তোজোর বিচার করা হয় টোকিও ট্রাইব্যুনালে। টোকিও ট্রাইব্যুনালের অন্যতম প্রধান বিচারপতি ছিলেন ড. রাধা বিনোদ পাল।

বিচারের একপর্যায়ে রাধা বিনোদ পাল বাদে অন্য সব বিচারপতি জেনারেল তোজোকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত করে ফাঁসিতে ঝুলানোর সিদ্ধান্ত নেন। অন্যান্য বিচারপতির ধারণা ছিল, বিচারপতি পালও মিত্রশক্তির পক্ষে অনুগত থাকবেন। কিন্তু বিচারপতি রাধা বিনোদ পালের ৮০০ পৃষ্ঠার ঐতিহাসিক রায় মিত্রশক্তি এমনকি বিশ্বকে

হতবাক করে দেয়। আইনের শাসনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল বিচারপতি পাল পূর্ববর্তী রায়কে বিতর্কিত প্রমাণ করে যুক্তি দেন।

এ কারণে রাধা বিনোদ পালকে জাপানিরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। মাত্র কয়েক বছর আগে জাপানি প্রধানমন্ত্রী ‘মিস্টার আবে’ (যিনি বর্তমান জাপানি প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের বাবা) কলকাতায় এসেছিলেন। তখন তিনি রাধা বিনোদ পালের ছেলেকে সমগ্র জাপানের তরফ থেকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। জাপানের রাজধানী টোকিওতে তার নামে রাস্তা এবং কিয়োটো শহরে তার নামে রয়েছে জাদুঘর ও স্ট্যাচু।

বিচারপতি ড. রাধা বিনোদ পাল মডেল স্কুলের দাতা সদস্য রোটারিয়ান আনোয়ারুল হক মোল্লা বলেন, ‘কালের বিবর্তনে আজ আমরা অনেক মনীষীকে ভুলে গিয়েছি। বিশ্ববাসী আজ যে সকল মহান ব্যক্তিদের কারণে আমাদের দেশকে স্মরণ করে রেখেছে, রাধা বিনোদ পাল তার মধ্যে একজন। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন মহান ব্যক্তি খুব কমই রয়েছে।